দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০২-০২-২০২৫ (পৃঃ ০১)

কৃষি আধুনিকায়নে বাংলামার্ক: অ্যাসেম্বলি লাইনে কম্বাইন হার্ভেস্টারের যাত্রা শুরু

দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলা একটি ঐতিহ্যবাহী এলাকা। চন্দনাইশ উপজেলা চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ২০ কিঃ মিঃ দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও এখানে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। এমতাবস্থায়, এলাকার জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষি খাতকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলামার্ক লিঃ চন্দনাইশ উপজেলার পশ্চিম এলাহবাদে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয় কৃষি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী কারখানা স্থাপন করেছে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যেখানে সহস্রাধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর কারিগরি সহায়তায় বাংলামার্ক ইতোমধ্যে ব্রি মডেলের থ্রেসার, উইডার, উইনোয়ার ও চপার মেশিন তৈরি করেছে। এছাড়া, ব্রি-এসএফএমআরএ প্রকল্পের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি ব্রি গ্রেইন কালেক্টর আপগ্রেড করেছে, যা চাতাল থেকে শুকানো ধান সংগ্রহ বস্তায় ভরার কাজে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ব্রি'র ডিজাইন অনুসরণ করে হাওর অঞ্চলের উপযোগী কম্বাইন হারভেস্টার আপগ্রেডের কাজ শুরু করেছে। এই কারখানায় কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ট্র্যাক্টরসহ বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা হবে, যা কৃষকদের কাজের সময় কমিয়ে দেবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াবে ফলে কৃষিক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বাংলামার্কের এই পদক্ষেপ কৃষিখাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বাংলামার্কের ওয়ার্কশপে ব্রি কৃষিযন্ত্র প্রস্তুত ও বিপণনের উপর একটি লঞ্চিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রি-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল বাকী, এসএফএমআরএ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম, এলএসটিডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন, পিএসও ড. মো. গোলাম কিবরিয়া ভূঞা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলামার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. রফিকুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. সিরাজুল ইসলাম, ব্রি ও বাংলামার্কের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলামার্কের এই উদ্যোগ কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করবে, যা কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং স্থানীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। বাংলামার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, "আমাদের লক্ষ্য কৃষকদের কাছে স্বল্পমূল্যে উন্নত কৃষিযন্ত্র পৌঁছে দেওয়া, যাতে তারা কম খরচে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারেন। বাংলামার্ক দেশীয় কৃষিযন্ত্র উৎপাদনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে প্রস্তুত।"

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০২-০২-২০২৫ (পৃঃ ০১)

চট্টগ্রাম : চন্দনাইশ উপজেলায় কৃষিযন্ত্র ও যন্ত্রাংশ কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে —ইত্তেফাক

চট্টগ্রামে কৃষি উপকরণ কারখানার উৎপাদন শুরু

বিদেশি যন্ত্রের তুলনায় দাম কম ৩০ শতাংশ

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার পশ্চিম এলাহাবাদ গ্রামে ১০ একর জমির ওপর প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত হয়েছে একটি অত্যাধুনিক, স্বয়ংক্রিয় কৃষি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী কারখানা। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) কারিগরি সহায়তায় বাংলামার্ক লিমিটেডের স্থাপিত এ কারখানাটি বার্ষিক ৫০০ যন্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে গতকাল শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে।

উদ্যোক্তারা জানান, এ কারখানায় আন্তর্জাতিক মানের ৩০ ধরনের কৃষি যন্ত্র ও প্রায় ২০০ যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও সংযোজন করা হবে। এমনকি বিদেশি যন্ত্রাংশের তুলনায় দাম কম হবে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ। কারখানাটি ইতিমধ্যে ব্রি মডেলের থ্রেসার, উইডার, উইনোয়ার ও চপার মেশিন তৈরি করেছে। এছাড়া ব্রি গ্রেইন কালেক্টর আপগ্রেড করেছে, যা চাতাল থেকে শুকানো ধান সংগ্রহ বস্তায় ভরার কাজে ব্যবহৃত হবে। উৎপাদন করা হবে কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ট্র্যাক্টরসহ বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি। তাছাড়া কারখানায় সহস্রাধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, ফলে স্থানীয় জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, স্থানীয়ভাবে কৃষি যন্ত্র উৎপাদনের ফলে আমাদের দেশের কৃষি খাতে একটি অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হবে।

বাংলামার্ক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, যন্ত্র ব্যবহার করতে গিয়ে নষ্ট হলে আমরাই সরাসরি কৃষকের কাছে যাব। মেকানিকরা প্রয়োজনে হাওর এলাকায় রাতযাপন করে মেশিন ঠিক করবে। কারখানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ব্রি-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল বাকী, এসএফএমআরএ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম, এলএসটিডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন, পিএসও ড. মো. গোলাম কিবরিয়া ভূঞা প্রমুখ।